কৃষি সুপারিশ

২-৩ রা মে এপ্রিল ২০২৩ (১৭-১৮ই বৈশাখ ১৪৩০)

বোরো ধান : ফুল আসার পরে শীষের নিচের গাঁটে এই ঝলসা রোগের আক্রমণ হলে ঐ জায়গাটি কালো হয়ে পচে যায় ও আক্রান্ত জায়গায় শীষটি ভেঙ্গে যায়, ফলে ধান চিটে হয়ে যায়। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাইসাক্লাজোল ০.৫ গ্রাম অথবা আইসোপ্রোথিওলেন ১ মিলি অথবা কাসুগামাইসিন ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

তিল : তিল চাষে সাধারণত ২ টি সেচ দিতে হয়, প্রথমটি বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পর ও দ্বিতীয়টি এর আরো ২০-২৫ দিন পরে দিতে হবে। দীর্ঘদিন শুষ্ক আবহাওয়ার পরে হঠাৎ বৃষ্টি হলে তিলের গোড়া পচা রোগ দেখা দিতে পারে। প্রয়োজনে তামাঘটিত ছত্রাকনাশক যেমন কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।

সূর্যমুখী : যখন ফুলের পিছনদিক হলদে ও নরম তুলতুলে হয় এবং বীজ কালো রং হয়ে শক্ত হয়ে যায়, তখন ফুল কাটার উপযুক্ত হয়।

চীনাবাদাম- জমির অবস্থা বুঝে প্রয়োজন মতো জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। চিনা বাদাম এই সময়ে শুঁয়ো পোকা, উই পোকা, কাটুই পোকা, লাল মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। লাল মাকড়ের জন্য ডাইকোফল, প্রপারজাইট, মিলবিমেকটিন ইত্যাদি জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। উই পোকা, কাটুই পোকার জন্য ক্লোরপাইরিফস্ জলে গুলে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। শুঁয়ো পোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস্ ,কুইনালফস্ বা ফেনভেলারেট আক্রান্ত ক্ষেতে প্রয়োগ করতে হবে।

মুগ ও কলাই - বীজ বোনার ৩ সপ্তাহের মাথায় চিলেটেড জিঙ্ক ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে, ৪ সপ্তাহের মাথায় ১.৫ গ্রাম ডাইসোডিয়াম অক্টাবোরেট এবং ৫ সপ্তাহের মাথায় ০.৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। প্রতি বারে ৪০ লিটার অণুখাদা মেশানো জল প্রয়োগ করতে হবে। সমস্ত গাছে ফুল আসার পূর্বে একবার সেচ দিলে ভালো হয়। পাতায় পাউডার রোগ দেখা গেলে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম বা ০.৫ গ্রাম ট্রাইডেমর্ফ প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে ।

লেদা পোকার আক্রমন হলে মুগের মারাত্বক ক্ষতি হতে পারে।আক্রান্ত ক্ষেতে ট্রায়াজোফস্ ১ মিলি বা মিথোমিল ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে ।

আখ : রোগ পোকা যেমন, লাল ডোড়া ধ্বসা, ছিপটি ভূসা, ঢলে পড়া রোগ এবং ডগা ছিদ্রকারী পোকা, মাজরা পোকা, শোষক পোকার আক্রমনের প্রতি লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। দ্বিতীয় চাপান সার হিসাবে আখ বসানোর ৯০ দিন পর ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে মিশিয়ে দিন ও গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে ভেলী বেঁধে দিন এবং সেচ দিন।

পাট - পাট চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। জল নিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত উপযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে। উন্নত জাতের শংসিত বীজ সংগ্রহ করুন। মিঠা পাটের উন্নত জাত হল-চৈতালী তোষা (জে.আর.ও.-৮৭৮), নবিন (জে.আর.ও.-৫২৪), বৈশাখী তোষা (জে.আর.ও.-৬৩২), সুবর্ণ জয়ন্তী তোষা (জে.আর.ও.-৬৬), সুবলা (এস-১৯) শক্তি জে.আর.ও.-৮৪৩২) সুরেন ইত্যাদি। তিতা পাটের উন্নত জাত হল- সোনালি (জে.আর.সি-৩২১), সবুজ সোনা (জে.আর.সি-২১২), শ্যামলী (জে.আর.সি-৭৪৪৭), শ্রাবন্তী (জে.আর.সি-৬৯৮) ইত্যাদি।

মূল সার হিসেবে মিঠা পাটে একর প্রতি ৫০ কে.জি. সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ১৩.২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন। তিতা পাটে একর প্রতি ৬২.৫ কে.জি. সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ৮.২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন।

ভাল ফলন পেতে গেলে পাটের পরিচর্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বুনলে পরিচর্যা খরচ কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। চক্রবিদা বা হাত নিড়ানির সাহায্যে আগাছা মারতে হবে এবং অতিরিক্ত চাড়া তুলে ফেলতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে ৫৫-৬০ টি চারা রাখা উচিৎ। এছাড়া আগাছা নাশক ওষুধ ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে।

সবুজ সার :

আমন ধান চাষে জৈবসার যোগানের জন্য সবুজসার হিসাবে ধনচে বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। এজন্য আমন ধান রোপনের দেড় থেকে দুই মাস আগে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জলের সুজোগ নিয়ে ২টি চাষ দিয়ে বিঘাপ্রতি ৪ কেজি ধনচে বীজ বুনতে পারেন। বীজ বোনার আগে বিঘাপ্রতি ২০-২২ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যৎ সহ ঝোড় হাওয়ার এবং শিলাবৃষ্টির সম্ভবনা আছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাগুলির দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যৎ সহ ঝোড় হাওয়ার সম্ভবনা আছে।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর
পক্ষে

যুগ্ম-কৃষিঅধিকর্তা(জনসংযোগ,সম্প্রচারওতথ্য), পশ্চিমবঙ্গ